The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

রামায়ণে উপেক্ষিতা সীতা

[Sita neglected in the Ramayana]

Dr. Sheikh Md. Nuruzzaman
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 28 July 2024
Received in revised: 03 March 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Ramayana, Expulsion of Rama and Sita, Abduction of Sita by Rama, Bridging, Honumans sent to Lanka as agent, Acid test of Sita.

ABSTRACT

This article represents a picture of female character Sita, the wife of Rama, the hero of the epic Ramayana. We have tried to explain the social system, coronation ceremony, the bondage between husband and wife, between the brothers. The advanced scientific materials such as Pushpaka chariot, the construction of the bridge over sea and journey towards Ceylon make us astonished. A chaste woman like Sita, her patience, regards for the husband, through neglected by him is also noteworthy. The kingly ideal towards the subjects of the state all these described in this article remind us of an advanced stage of royal life in ancient time. The king always engaged himself for the welfare and benefit of the subjects and gave up his own necessities for the sake of the subjects.

ভূমিকা: রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত। রামায়ণে সাতটি কাণ্ড, পাঁচশত সর্গ এবং চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে, এটি আকারে মহাভারতের এক চতুর্থাংশ। রামায়ণ একাধারে কাব্য এবং ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ এমন একটি মহাকাব্য যা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের আধার। এটি বহু রত্নপূর্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শ্রুতিমনোহর। রামায়ণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আপামর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে। সাত কাণ্ডে রচিত রামায়ণ নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে আনন্দোচ্ছ্বাসের শেষ নেই। রামায়ণ রচনার কাহিনি হচ্ছে তমসাতীরে জনৈক ব্যাধের হাতে কামমোহিত একটি পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হলে স্ত্রী ক্রৌঞ্চটি করুণভাবে বিলাপ করছিল এবং সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকার্ত দৃশ্য দেখতে পেয়ে বাল্মীকি শোকাগ্রস্ত হয়ে উচ্চারণ করলেন:

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্‌গমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্ ॥"[১]

শ্লোকটি উচ্চারণ করার পর পরই তিনি বলে উঠলেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'? পাদবদ্ধ, সমাক্ষর, লয়সমন্বিত এই শোকসম্ভূত বাক্যকে তিনি শ্লোক নামে অভিহিত করলে পরে স্বয়ং ব্রহ্মা এসেও এই শোকজাত বাক্যকে 'শ্লোক' নামেই অভিহিত করলেন। এই শ্লোকের সাহায্যেই রাম কাহিনি রচনা করার জন্য বাল্মীকিকে নির্দেশ দান করেন। বাল্মীকি রাম কাহিনি অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করেন তা রামায়ণ নামে অভিহিত হয়। অযোধ্যাপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের কাহিনিই এর মূল উপজীব্য, কিছু কিছু উপকাহিনি থাকলেও তা কখনও প্রাধান্য লাভ করে মূল কাহিনিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্রের যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাতে রামচন্দ্রকে নরোত্তম এবং দেবতুল্য বলে অভিহিত করা চলে। কিন্তু কোথাও তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা দেবতা বা বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচার করা হয়নি। কিন্তু ভারতবাসী আপন স্বভাবগুণে দেবতারে প্রিয় আর 'প্রিয়েরে দেবতা' করে থাকে, রামচন্দ্রও এইভাবে দেবতায় উন্নীত হয়েছিলেন । রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পরবর্তীকালে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড সংযোজিত হয়।

রামায়ণের কাল: রামায়ণ বুদ্ধ পূর্ব যুগেই অর্থাৎ খ্রি.পূ. ৫৬৬ অব্দ অথবা তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ম্যাকডোনেলও তাই বলেন: "...the kernel of Ramayana was composed before 500 B.C. while the more recent portion were not probably added till the second century B.C.and later."[২] খ্রি.পূ. ২য় শতক থেকেই রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে জাতকের গল্প ও চরিতকাব্য ইত্যাদি লেখা শুরু হয়। ভিন্টারনিৎস্ মনে করেন খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকেই মূল রামায়ণ রচিত হয় এবং পরবর্তী সংযোজনও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই হয়েছিল। রামায়ণ রচনা নিয়ে বহু মতামত পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে বলতে পারি যে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচিত হয়েছিল এবং তা সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তবে মহাভারত অপেক্ষা বাল্মীকিরচিত রামায়ণ প্রাচীন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

রামায়ণের সমাজঃ রামায়ণে তিন শ্রেণির সমাজের কথা বলা হয়েছে। এক আর্য সমাজ তথা নরসমাজ, দুই বানর সমাজ তথা অস্ট্রিক বা আদিবাসী নিষাদ জাতির সমাজ, তিন রাক্ষস সমাজ বা দ্রাবিড় সমাজ। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন: "বাল্মীকির যুগ অরণ্য কৃষি সভ্যতার যুগ। তখন পর্যন্ত মানুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন করে নাই, বনের সহিত জনপদের মিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন ও অরণ্যজীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবার এই মিলন ও মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে"।[৩] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে "রামায়ণ মহাভারত ভারবর্ষের চিরকালের ইতিহাস, অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হলই, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, সঙ্কল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্য-ধর্মের মধ্যে মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান"।[৪] রাম হলো আরাম, শান্তি নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; রাবণ হলো চিৎকার, অশান্তি। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতেও সেকালের ভারতীয়গণ সমকালের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রবর্তী ছিলেন। কপিসেনার সহায়তায় সমুদ্রের বুকে সেতুবন্ধন, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের প্রাণলাভ, যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষাদি উৎপাটন, তৈলাভ্যন্তরে দশরথের শবরক্ষণাদি ব্যাপার এবং সর্বোপরি রাবণের পুষ্পকরথের ব্যাপারে অসাধারণ বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং প্রয়োগকুশলতারই পরিচয় মেলে।

চরিত্রচিত্রণ ও সীতার উপেক্ষিতাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'রামায়ণী কথায়' মাত্র নয়টি চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। রামায়ণে যুগপৎ পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি স্ত্রীচরিত্রও চিত্রায়িত হয়েছে। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নর পাশাপাশি দশগ্রীব রাবণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, বালি এরা সবাই আলোচিত চরিত্র। নারীচরিত্রের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্দোদরী ইত্যাদি মুখ্য নারীরা। "কবি তাঁহার কল্পনা উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখ বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না, হায়! অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা...।"[৫] এখানেই কবিগুরু কাব্যে উপেক্ষিতাদের মধ্যে রামায়ণের ঊর্মিলার প্রসঙ্গ এনেছেন। কাব্যসংসারে এমন দু'একজন রমণী আছে যারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েও অমরলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাদের হৃদয় অগ্রসর হয়ে তাদের আসন দান করে। ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করলে রামায়ণের সীতাও কম উপেক্ষিতা নয়। আলোচনায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। সীতা মিথিলা প্রসিদ্ধ জনকবংশীয় রাজর্ষি ধর্মধ্বজের পালিতা কন্যার নাম। জনক বলছেন একদা ক্ষেত্র কর্ষণ করার সময় আমার হলাগ্র থেকে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্রশোধনের সময় লাভ করায় কন্যাটি সীতা নামে পরিচিত হয়েছে। ভূতল থেকে উত্থিত হলেও সে আমার কন্যারূপেই প্রতিপালিত হয়েছে। জনকের কন্যা বলে সীতাকে জানকী এবং বিদেহ দেশের রাজকন্যা বলে বৈদেহী বলা হত। সীতার আকৃতি অতিশয় মনোহর। রামায়ণের বহু স্থানে তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ নিয়ে রামায়ণে বলা হয়েছে:

"রামস্য বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥"[৬]

লক্ষ্য করলে সীতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে কে এই হতভাগ্য শিশুটি ? সে কি দেবশিশু ? মানবসন্তান ? না মানব-মানবীর সমাজ অননুমোদিত মিলনের ফসল সে ? এধরণের নানা প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। সীতার নানাবিধ ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও মহাকাব্য রামায়ণে সীতা উপেক্ষিতা। রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করতে উৎসুক হয়ে কুলপুরোহিতের কাছে জানলেন যজ্ঞকারীকে স্বয়ং কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করতে হবে। কিয়দংশ কর্ষণ করলেই প্রতীকি কর্ষণ হবে। ক্ষুধার্ত সীতাকে মহারাণি সুনয়না মধুপানে সবল করে তুললেন। অনুপম রূপবতী সীতা নিজগুণে স্বামীর হৃদয় অধিকার করেছেন। অভিষেকের সময় পতিকে চিন্তাবিমূঢ় দেখে এবং কোনো লক্ষণও নেই দেখে সীতা জিজ্ঞেস করলে রাম সীতাকে কিভাবে ব্রত, উপবাস, দেবার্চনা প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করে চৌদ্দ বৎসর কাল অযোধ্যায় থাকতে হবে সেসব বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। রাম এরকম বললে পরে প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী বলতে লাগলেন তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে, তোমার মতো শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজপুত্রের পক্ষে অযোগ্য। আরও বলেছেন তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। ইহলোকে ও পরলোকে পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। রাম সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সীতা পতিকে বলেছেন:

"কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রামং জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥"[৭]

সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মতো আমাকেও সহচরী বলে জানবে। পতিব্রতা এই সীতা স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছেন, এই উপেক্ষিতা সীতার জন্য পীড়াদায়ক। জন্মমাত্রই পরিত্যক্তা সীতা কি অবৈধ সন্তান ছিলেন ? তাঁর কত বছর বয়সে বিয়ে হয় ? রামচন্দ্র বনবাসে গেলেন, রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাও পদব্রজে দশরথের ভবনে উপস্থিত হয়েছেন। বল্কল পরিধানে অনভ্যস্তা জানকী একখানি চীর কণ্ঠে ধারণ করে ও একটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দশরথের আদেশে কোষাধ্যক্ষ চৌদ্দ বছর ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্র ও আভরণাদি সীতাকে দিয়েছেন। গুরুজনকে প্রণাম করে সীতা পতির সঙ্গে অরণ্যে যাত্রা

করেছেন, অরণ্যবাসের সময় পতির সঙ্গে তিনি ভূমিতে তৃণশয্যায় শয়ন করতেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি যাতে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখতে পান সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ করে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ পরম আনন্দে বাস করছিলেন। শূর্পণখার আগমনের কাল থেকেই তাঁর উদ্বেগ ও দুঃখভোগ আরম্ভ হল। সীতা তখন পুষ্পচয়ন করছিলেন। রাম ও লক্ষণকে ডেকে তিনি স্বর্ণমৃগ মারীচকে দেখান। মৃগটিকে ধরার জন্য রামকে অনুরোধ করেন। অতিশয় কৌতূহল যে নারীদের পক্ষে অশোভন এটি সীতার জানা ছিল না। সীতাকে দেখে রাখার জন্য রাম ভাই লক্ষ্মণকে রেখে যান। রাম হরিণের উপর বাণ নিক্ষেপ করলে ছদ্মবেশী রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করলেও লক্ষ্মণ বিচলিত হননি। সীতা লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বললেন বিপদেও তুমি অগ্রজের সাহায্যে অগ্রসর হচ্ছ না। তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য রামকে বিনাশ করতে চেয়েছ। সীতা বললেন 'সুযোগ পেলেই আমাকে কব্জা করার মতলব তোমার ? ভরত রাজ্য দখল করেছে তুমি আমাকে দখল করতে চাইছো"। রামের অমঙ্গলের আশঙ্কায় রামানুগত দেবরকে তিরস্কৃত করা সীতার পক্ষে উচিত হয়নি বলে মনে করা হয়। পতিব্রতা সীতার দোষ নয় এটি। উপেক্ষা করে তার অনুরোধ লক। লক্ষ্মণকে বিচলিত করেনি। এখানেও সীতার স্বর্ণমৃগের লোভ অনুচিত হয়েছে বলে সীতা উপেক্ষিতা হয়েছেন। লক্ষ্মণের কথাতেও সীতার মন গলল না। একটি বারের জন্যও সীতা বলেননি রামকে বিপদ মুক্ত করার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণকে কটু কথা শুনিয়েছি। কাঁদতে কাঁদতে সীতা বললেন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো তবুও অন্য পুরুষকে স্পর্শ করব না কিছুতেই। এরপর সন্ন্যাসিরূপধারী রাবণের আগমন। রাবণ সীতার মুখে বিস্তৃত পরিচয় ও আতিথ্য লাভ করে নিজ পরিচয় দিয়ে সীতাকে ভার্যারূপে লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সীতা এক দুর্ভাগা নারী। জীবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গড়ে উঠার আগেই পিতার ইচ্ছাই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে তাঁকে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে অনেকটাই অজ্ঞাত জীবনযাপন। রামচন্দ্রকে যুবরাজ করার ঘোষণায় যেই না আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এলো সৎমা কৈকেয়ী তা কেড়ে নিলেন। আবার যুবরাজপত্নী হওয়ার সুযোগ এলে সৎমা কৈকেয়ী তাও কেড়ে নিলেন। যুবরাজপত্নী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী সময়ে রাজপত্নী হওয়ার সুযোগ ভেসে গেল বা হাতছাড়া হয়ে গেল। রাজকীয় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছরের বনবাসে গেলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করছেন বনে-অরণ্যে। গাছের ছালে চিহ্ন দিয়ে সময়ের হিসাব রেখেছেন। রাজপত্নী হওয়ার বাসনা আবার তার মধ্যে জেগে উঠেছে। অযোধ্যায় ফিরে রামচন্দ্র রাজা হবে সে হবে রাজমহিষী। আর মাত্র তিনটে মাস। তিন মাস পরেই তার জীবন থেকে সকল কষ্ট দূরীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু বিধাতা তা হতে দিলেন না। দলনের আর দুর্ভাগ্যের প্রতিনিধি করে রাবণকে তার উঠোনে পাঠিয়ে দিলেন। সারাজীবন সতীত্বের গৌরব করে গেছে সীতা। কায়মনোবাক্যে স্বামীকে ভগবানের জায়গায় বসিয়েছেন। পরপুরুষের স্পর্শকে ঘৃণায় এড়িয়ে চলেছেন। আজ সেই সীতাকে স্বামী-দেবরের অপরাধের শাস্তি পেতে হচ্ছে। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কেটে নিয়ে যে অন্যায় করেছে, তারই শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে। কামার্ত রাবণ সীতাকে কোলে নিয়ে রথে উঠে গেল। তাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। তার ভয়ার্ত আর্তচিৎকার গাছের পাতায় শাখায় প্রতিধ্বনি তুলে গেল শুধু। রাবণের বাহুবন্ধনের মধ্যে ছটফট করতে থাকল সীতা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে গেল। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিফল চেষ্টা, অচিরেই টের পেলো সীতা। যতই শক্তি প্রয়োগ করেছে সীতা, রাবনের বাহুবন্ধন ততই দৃঢ় হয়েছে। সীতা ব্যাকুল ভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, 'কোথায় রাম, কোথায় লক্ষ্মণ। আমাকে যে রাক্ষস রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল'। উৎকণ্ঠিত সীতা। উদ্‌গ্রীব সীতা। উৎকণ্ঠিত সীতা রামের অমঙ্গল সাধিত হয়েছে ভেবে, কুটির দুয়ারে বসে সাশ্রুনয়নে রামের আগমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে। রাবণ বলল 'জল যেমন নদীর দুকূল ভাসিয়ে দেয় তোমার রূপও তেমনি আমার মনকে প্লাবিত করেছে। স্ত্রীলোকের এমন সুন্দর চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখিনি'। সীতা বললেন 'আমি কে, তা তুমি ভাল করে চেন না রাবণ। আমি হলাম সেই রামচন্দ্রের অনুগত পত্নী, যার নাম শুনলে বাঘে-মহিষে একঘাটে পানি খায়, ত্রিভুবনের মানুষ থর থর করে কাঁপে।' নিজের পতিব্রত্যের উল্লেখ করে সীতা বলেছেন:

"ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥"[৮]

এই ঘটনার মধ্যে সীতার কিছু নির্বুদ্ধিতা ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেয়েছে। যে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ নির্জনে এক নারীর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে সে ব্যক্তি যে চরিত্রহীন সীতার বুঝতে পারা উচিত ছিল। সে ব্যক্তিকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করে তার কাছে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দেয়াও সঙ্গত হয়নি। মিথ্যে পরিচয় দিলেই পারত। সীতার বয়সও তখন ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। তিনি যে অতিথির দুরভিসন্ধি প্রথমেই বুঝতে পারেননি এটিও কি নিয়তির লীলা ? সীতা অপহরণের পর পালানোর বহু চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু রাবরণের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, পরন্তু পর্বতে উপবিষ্ট পাঁচ বানরকে দেখতে পেল। ঋষ্যমূক প্রর্বতে বসা ওই পাঁচজন হল: সুগ্রীব, বালি, হনুমান,

নল, নীল। এরা অনার্য জন জাতির মানুষ। এদের চেহারা প্রাক্‌মানুষের মত। বানর শব্দে 'বা' অর্থ বাপ আর 'নর' শব্দের অর্থ মানুষ অর্থাৎ মানুষের পিতা। মানুষের আদিম প্রজাতি দেখতে পেয়ে তাঁদের কাছে কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, অলঙ্কার নিক্ষেপ করলেন:

"তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ ॥"[৯]

সীতাকে নানাবিধ প্রলোভনে বশীভূত করার জন্য রাবণ অশোকবনে উপস্থিত হয়েছেন। রাক্ষসরাজকে সীতা বলছেন 'নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ'[১০] অর্থাৎ তোমার মনকে আমার কাছ থেকে নিবৃত্ত কর। আপন ভার্যায় তোমার চিত্ত প্রীতিলাভ করুক। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে আসার সময় গৃধ্ররাজ জটায়ু রাবণকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন এবং বলেন- 'যে কাজ তোমার মনকে অবসন্ন করবে সেকাজ করবে কেন তুমি ? যে খাদ্য হজম হবে না, তা খাবে কেন ? যে কর্ম তোমার ধর্ম নষ্ট করবে, সে কর্ম কেন করতে যাচ্ছ ভাই, ছাড়! ছেড়ে দাও তুমি সীতাকে। রাক্ষস বংশের বিপদ ডেকে এনো না শুধু শুধু'। অশোক বনে নিয়ে আসার পর সীতা বলেছেন- তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে রাবণ। তোমার এই অপকর্মের জন্য লঙ্কানগরী বিধবা হয়ে যাবে। মনে রেখ, আমার স্বামী রাম আর দেবর লক্ষ্মণ তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। রাম তোমার শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু বের করে নেবে। তোমার বীর্যবত্তা, শক্তি, ঔদ্ধত্য সবই ধূলিসাৎ করে ছাড়বে রাম'। সীতা অশোক বনে বিলাপ করতে করতে বলেছেন:

"পিতুর্নির্দেশং নিয়মেন কৃত্বা বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥"[১১]

অর্থাৎ রামকে উদ্দেশ্য করে সীতা বলছেন তুমি যথানিয়মে পিতার নির্দেশ পালনপূর্বক ব্রত সমাপনান্তে রমণীগণের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত হবে। আমি একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা। আমার তপস্যা ও ব্রতাদি নিষ্ফল হয়েছে, আমি এই দুঃখের জীবন পরিত্যাগ করব। রামের চরিত্রে সীতার সন্দেহপোষণ নিতান্তই অশোভন বলে মনে হয়। লক্ষ্মণের মত ভক্ত দেবরকেও সীতা সন্দেহ করেছেন। অশোকবনে প্রেরিত রামের দূত হনুমান নিজ পরিচয় দিয়ে রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্তা জানালেন। জানকী হনুমানের কাছ থেকে ভর্তার অঙ্গুলিভূষণ পেয়ে হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। রামের বিরহকাতরতার কথা বর্ণনা করে সীতাকে আশ্বাস দিলে সীতা বলেছেন:

"অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া বানরভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্ছ শোকপরায়ণঃ ॥"[১২]

অর্থাৎ রাম অন্যমনা নন এই সংবাদ আমার কাছে অমৃতসমান, আর তিনি শোকাকুল এই কথাটি বিষের সমান। রাবণ সভাসদদেরকে বলেছেন সীতা একবছর পরে রাবণকে পতিরূপে গ্রহণ করবেন। সীতা রক্ষিণী রাক্ষসীরা রণভূমিতে নিয়ে গিয়ে শরপীড়ত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখান। পরে সীতা জানলেন রাবণের ভবলীলার অবসান ঘটেছে। হনুমান বৈদেহীকে রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জানিয়েছেন। স্বামীর বিজয়সংবাদ শোনার পর জানকী বললেন হনুমানকে দেয়ার মত কোন কিছুই তাঁর নেই। রাক্ষসীদেরকে ক্ষমা করার কথা বললে হনুমান জানিয়েছে দেবি, আপনি রামের যথার্থ ধর্মপত্নী, রামকে আমাকে কি বলতে হবে 'আদেশ করুন এবং আমাকে রামের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন'।[১৩] রাবণ অশোকবনে গিয়ে সীতাকে কামনা করলে মুহ্যমান অবস্থায় বিদীর্ণ কণ্ঠে সীতা বলতে থাকল রাম, আমি আর সহ্য করতে পারছিনা আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছে আমার। কিন্তু আর্যপুত্র তোমার কথা মনে এলেই সেই সংকল্প থেকে সরে আসছি আমি। আমার অন্তরজুড়ে যে তুমি রাম। তোমাকে ছেড়ে আমি মরি কি করে বল! রাবণ যতই অত্যাচার চালক আমার উপর, আমাকে কখনও বশে আনতে পারবে না। ওকে আমি ঘৃণা করি। রাবণকে কামনা করা দূরে থাক্ তাকে আমি আমার বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়েও স্পর্শ করতে চাই না। তোমাকে ছাড়া আমি এই পাষণ্ডের অশোক বনে কী রকম উপেক্ষিতা হয়ে দিন কাটাচ্ছি। তুমি একবার এসে দেখে যাও রাম। রামচন্দ্র বানর নলের ও কপিসেনার সাহায্যে সেতু নির্মাণ করেন।

"সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গীকার।
হরিষ হইল রাজা সুগ্রীব বানর ॥
জয়রাম বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বান্ধিতে চলে হরষিত মন ॥"[১৪]

এরপর রাম রাবণের যুদ্ধে রাম জয়লাভ করলেন। চৌদ্দ বছরের বনবাসকাল পূর্ণ হলে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এরপর রাজা রামচন্দ্র রাণী সীতাকে নিয়ে

সুখে দিন কাটাতে লাগলেন লিখেও রামায়ণের কাহিনি শেষ হয়নি। সীতার ভাগ্য নিয়ে খেলা শেষ হলো না রাজপ্রাসাদের সুখৈশ্বর্য থেকে টেনে বের করে তাকে ঐ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ছুড়ে ফেলেই লেখকের স্বস্তি। সন্দেহ বড় সাংঘাতিক জিনিস। মনের মধ্যে সন্দেহ একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে সন্দেহগ্রস্ত মানুষটি তুষের আগুনের মতো নিজে জ্বলে জ্বলে মরে এবং চারদিককেও পুড়িয়ে ভস্ম করে। দাম্পত্যজীবনের সবচেয়ে বড় শক্তির নাম ভালোবাসা আর সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম সন্দেহ। রামকে অবতারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু রামও সাধারণ মানুষের মত হীনতা থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত নয় বলেই রাম অশোকবন থেকে উদ্ধারকৃত সীতাকে প্রজ্বলিত চিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যতই লোকাপবাদের কথা বলুক না কেন রাম, আসলে সে নিজেই স্ত্রী সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহাকুল হয়ে পড়েছে। বাল্মীকি সীতাকে চিতার আগুনে প্রবেশ করিয়েছেন কিন্তু তারপরেই এসেছে অলৌকিকতা। জনগণের চাপে, সুষেণের উপদেশে রামের মনের মধ্যে পূর্বের মত পত্নীপ্রেম জেগে উঠেছে, সন্দেহের বীজটা ভালোবাসার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে।

অযোধ্যা সুখের নগরী, স্বস্তির আবাসস্থল। রামরাজ্যজুড়ে মানবিক মূল্যবোধ। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে অরণ্যবিহারে গেলেন। সীতা সন্তানসম্ভবা হল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রাম। সীতা ঋষিদের তপোবনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রামকে ছাড়া একা অরণ্যে কেন যেতে চাইছেন সীতা ? রামচন্দ্র সীতার মনোভাবনা পূরণের অঙ্গীকার করলেন। কয়েকদিন পর নিজের গঠন করা গুপ্তচরবাহিনীকে নিয়ে বসলেন রাম। রাম ভদ্র নামে গুপ্তচরের কাছে প্রজাদের মনে তাঁর সম্পর্কে কি ধারণা জানতে চাইলেন। ভদ্র জানাল সকলেই রামচন্দ্রের রাবণবধ, সেতুবন্ধন নিয়ে প্রশংসা করে। ভদ্র আরও জানালেন প্রজারা বলছেন 'মহারাজ, আমাদের মহারাণী সীতাকে রাবণ কোলে করে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, অনেকদিন অশোকবনে রেখেও দিয়েছিল তাঁকে। এ কেমন রামচন্দ্র ? তিনি সব জেনেও অন্যের অপহরিত নারীকে নিয়ে ঘর করছেন ? তাঁর কি ঘৃণাবোধ বলতে কিছুই নেই ? লুণ্ঠিত নারীকে নিয়ে তিনি দিব্যি সম্ভোগসুখ উপভোগ করে যাচ্ছেন'। সীতার গর্ভধারণের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে তখন। তাঁর গর্ভবতী হওয়ার পিছনে রাবণকে জড়িয়ে নিন্দুকেরা নোংরা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। লক্ষ্মণকে বললেন কোন একটি আশ্রমের আশেপাশে সীতাকে নির্জন স্থানে ছেড়ে দিতে হবে। অরণ্যে পৌঁছে লক্ষ্মণ সীতাকে জানাল বড় ভাইয়ের নির্দেশে সীতাকে অরণ্যে বিসর্জন দিতে এসেছেন লক্ষ্মণ। সীতা ইতঃপূর্বে পতিপরিত্যক্তা ও অপবাদগ্রস্তা হয়ে জোড়হাতে অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করেছেন- 'আমার মন যদি কখনও রাঘব থেকে বিচলিত না হয়ে থাকে তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমার চরিত্র যথার্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বেও রাঘব যদি আমাকে সন্দেহ করে থাকেন তবে সকলের পাপ পুণ্যের সাক্ষী পাবক আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি কায়মনোবাক্যে কখনও যদি রঘুনন্দনকে অতিক্রম করে না থাকি তবে অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন'।[১৫] সীতার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা রামায়ণ পাঠককেও পীড়া দেয়। বনে সীতাকে কাঁদতে দেখে বাল্মীকি মুনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। সীতা জানালেন আমি সীতা রামপত্নী, অযোধ্যার নৃপতি রামচন্দ্র কর্তৃক বিসর্জিতা। বাল্মীকি সীতাকে মুনিপত্নীদের কাছে রেখে দিলেন। এরপর রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদের জাতিধর্মের উগ্রতাকে প্রাধান্য দিয়ে শম্বুক নামে এক শূদ্র বধ করেন। বিবেকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পাপমুক্তির জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করেন। রামচন্দ্র হিরণ্ময়ী সীতার মূর্তি তৈরি করে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ পুত্র লব ও কুশের জন্ম হল। ঋষি বাল্মীকি লব ও কুশকে রামায়ণ গান শেখালেন। লব-কুশের গান শুনে রামচন্দ্র ভরতকে মুনির আশ্রমে পাঠালেন। সীতা বাল্মীকির পেছন পেছন যজ্ঞসভায় এলে বাল্মীকি মুনি রামকে বললেন সীতাকে আত্মশুদ্ধির পরীক্ষা দিতে কি করতে হবে বল ? রামচন্দ্রের কথায় সীতা ধ্রপদী কণ্ঠে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি রামচন্দ্র ছাড়া আর কাউকে মন দিইনি আমি। আমি নিষ্পাপ। কোনো কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করেনি'। যজ্ঞমণ্ডপে পুনরায় বিশুদ্ধির পরীক্ষার সময় সীতাদেবী বললেন- 'এই অপমান আমি আর সহ্য করতে পারছি না। হে ধরণী তুমি তোমার কোলে আমাকে টেনে নাও।' বলতে বলতে দৌড়াতে শুরু করলেন সীতা। গিরিখাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন সীতা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গিরিখাদ থেকে সীতার করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল; আমি সতী, আমি নিষ্পাপ। উপেক্ষিতা সীতা রামচন্দ্রকে উপক্ষো করে সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে গেল সেও উপেক্ষা করতে জানে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয় আর তা হল: জন্মমাত্র সীতা কেন পরিত্যক্তা হল ? সে কি অবৈধ সন্তান? কত বছর বয়সে তার বিয়ে হয় ? সে কেন রামচন্দ্রের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের বনবাসে গেল ? সীতার অপরাধ কি ছিল ? যুবতি হওয়া সত্ত্বেও চৌদ্দ বছরে সীতার কোন সন্তান হল না কেন ? রাবণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর তাঁর গর্ভচিহ্ন স্পষ্ট হল কেন ? কোন্ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করল ? কোন্ পরিস্থিতিতে লক্ষ্মণকে সীতা বলল, 'সুযোগ পেলেই আমাকে কব্জা করার মতলব তোমার। ভরত রাজ্য দখল করেছে, তুমি আমাকে দখল করতে চাইছ? সীতা কেন স্বামীসুখ পেল না ? উপেক্ষা আর অবহেলার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কি সীতা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল ?

উপসংহার :

শাস্ত্রে, পুরাণে এবং মানুষের কাছে সীতার অবস্থান অতি উচ্চে। প্রায় দেবীর পর্যায়ে। তারপরও সীতার জীবন বিপন্ন-বিধ্বস্ত। জঙ্গলে নির্জন এক ভুমিতে বিসর্জিত হয়েছে সীতা। পতিব্রতা, সর্বংসহা সন্তান অনুরাগী সীতাকে রামচন্দ্র মর্যাদার আসন থেকে ধূলায় টেনে নামিয়েছেন। হাতের নাগালে শতসহস্র রূপসি রমণী থাকা সত্ত্বেও রাবণ সীতাকে অপহরণ করার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রাবণ কর্তৃক সীতা ধর্ষিতা এরকম চিন্তা করা মোটেও ঠিক হয়নি। যার প্রমাণ রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার অগ্নি পরীক্ষার আয়োজন। গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে বিসর্জন দেওয়া রামচন্দ্রের কোনভাবেই যৌক্তিক হয়নি। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মতো শুধু উচুবর্ণের মানুষদেরই রাজা ছিলেন না, শূদ্রদেরও রাজা ছিলেন। এরপরও রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বী শম্বুককে হত্যা করেছিলেন। রাম শেষ পর্যন্ত সীতাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দেওয়ার কারণেই সীতা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। রামচন্দ্র এবং তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা উভয়ই এজন্য দায়ী। উপেক্ষিতা সীতা কেবলমাত্র পৌরাণিক ঘটনার বিবরণ নয়, তৎকালীন সমাজের চুলচেরা বিশ্লেষণেও মিল পাওয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা.(কলিকাতা: নিউ লাইট প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি., প্রথম সংস্করণ) ১.২.১৫ পৃ. ৯ ।

২ A.A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd., Reprinted, 1990)

৩ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *সাহিত্যের স্বরূপ*(কলকাতা: নিউ প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৩ সন), ভূমিকাংশ।

৪ রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭১২।

৫ *তদেব*, পৃ. ৭৪১

৬ বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা., *প্রাগুক্ত*, ৩.৩.১৫, পৃ. ৫৫৯।

৭ *তদেব*, ২.৩০.৩, পৃ. ২৬০।

৮ *তদেব*, ৩.৪৭.৩৭, পৃ. ৫৯০।

৯ *তদেব*, ৩.৫৪.২, পৃ. ৬০৬।

১০ *তদেব*, ৫.২১.৩, পৃ. ৭৫।

১১ *তদেব*, ৫.২৮.১৪, পৃ. ৯৬।

১২ *তদেব*, ৫.৩৭.২, পৃ. ১২০

১৩ যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসংদিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ ॥ *তদেব*, ৬.১১৩. ৪৮, পৃ. ৫৮৫।

১৪ কৃত্তিবাস ওঝা, *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* (কলিকাতা: গীতা প্রেস, ১৮০২ খ্রি., প্রথম সংস্করণ), ৫.৩৬, পৃ. ৪০৫।

১৫ যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বঃ পাতু পাবকঃ ॥ *তদেব*, ৬.১১৬.২৫, পৃ. ৫৯২।